গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট
কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)
বাড়ী নং-৬, সোনারগাঁ জনপথ
সেক্টর নং-১১, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
www.dknvat.gov.bd

জি ই পি ও বাহক মারফত

নথি নং-ঢাকা উত্তর/আঃ ও বিঃ/৮(১০২)/আটক/এনজেড/২০১৫ জারির তারিখ ঃ --------২০১৫

আদেশ নং- ০৯/মূসক/২০১৫ তারিখঃ ০২/১১/২০১৫

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী ঃ মির্জা রাফেজা সুলতানা
সহকারী কমিশনার
কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট
ঢাকা উত্তর কমিশনারেট।

মূল আদেশনামা ঃ

১। আদেশের এ অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে হলে তা আদেশ জারির ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশনার, কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, ঢাকা-২, নীলাচল ভবন, বি/১৪ মেইন রোড ও বি/৩০, রোড নং-১, এভিনিউ-২, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকার বরাবরে দাখিল করতে হবে।

৩। আপীল আবেদনের উপর ২০০/-(দুইশত) টাকা মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই সংগে নিম্নলিখিত দলিলাদিও সংযুক্ত করতে হবে।

(ক) ১৮৭০ সালের কোর্ট ফি আইনের ১ নং তফসিলের ৬ নং দফা অনযায়ী ৪.০০(চার) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প মূল আদেশের উপর সংযুক্ত করতে হবে।

(খ) আপীল আবেদনের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আপীল আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪২ এর প্রতি আপীলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। আপীলকারী কর্তৃক আপীল দায়েরের সময় মূল আদেশে দাবিকৃত কর এর ১০(দশ) শতাংশ বা দাবিকৃত কর না থাকলে আরোপিত অর্থদন্ডের ১০(দশ) শতাংশ পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় আপীল আবেদন গ্রহনযোগ্য হবে না।

৫। লিখিত আপীল ছাড়াও আপীলকারী নিজে অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানী দিতে চাইলে তাও লিখিত আপীল আবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬।

(ক) অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ঃ এনজেড ফ্রেবিক্স লিমিটেড, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
(খ) মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নম্বর	ঃ ২১০৮১০০৫৩২০।
(গ) আটক মামলা নং ও তারিখ	ঃ ৪০/২০১৫, তারিখ-০১/১১/২০১৫খ্রিঃ।
(ঘ) অপরাধের ধরণ	ঃ মূসক ফাঁকি।
(ঙ) আটককৃত পণ্য/সেবার মূসক আরোপযোগ্য মূল্য	ঃ ৩,৭৮,৮৫০/- (তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা।
(চ) ফাঁকি প্রদত্ত মূসকের পরিমাণ	ঃ ৫৬,৮২৮/- (ছাপ্পান্ন হাজার আটশত আটাইশ) টাকা।
(ছ) অর্থদন্ড	ঃ ৫৬,৮২৮/- (ছাপ্পান্ন হাজার আটশত আটাইশ) টাকা।
(জ) বিমোচন জরিমানা	ঃ ২৮,৪১৪/- (আটাইশ হাজার চারশত চৌদ্দ) টাকা

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ঢাকা এর নিবারক দলের পক্ষে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল হক কর্তৃক দায়েরকৃত আটক মামলা নং-৪০/২০১৫, তারিখ-০১/১১/২০১৫খ্রিঃ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কমিশনার, কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা উত্তর কমিশনারেট, ঢাকা এর পত্র নথি নং-৪/টেক-মূসক(৪৩)কর দায়িতা নিঃ/পরিদর্শন/২০১১/৬৫৮(১৪), তারিখ-২৮.১০.২০১৫খ্রিঃ এর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-২৬ ও একই আইনের অধীন প্রনিত বিধিমালার বিধি-৭ মোতাবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত আটককারী কর্মকর্তাগণ মূসক ফাঁকি রোধকল্পে গাজীপুর চৌরাস্তা নামক স্থানে অবস্থান করেন। বিগত ৩১/১০/২০১৫খ্রীঃ তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকার সময় গাজীপুর চৌরাস্তা নামক স্থানে বিশেষ টহলদান কালে আটককৃত গাড়িটি পণ্য বোঝাই অবস্থায় গাজীপুর এলাকা হতে কামারপাড়া অভিমুখে যেতে দেখে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পরীক্ষার জন্য গাড়িটিকে থামানোর সংকেত প্রদান করেন। কর্মকর্তাদের সংকেত পাওয়ার পর চালক গাড়িটি থামান। গাড়ি থামানোর পর গাড়ির চালককে পণ্য পরিবহনের স্বপক্ষে মূসক পরিশোধের প্রমান স্বরুপ মূসক-১১ চালান দেখাতে বললে চালক মূসক পরিশোধের স্বপক্ষে কোন চালান দেখাতে পারেন নাই। মূসক পরিশোধের বিষয় জানতে চাইলে গাড়িতে থাকা অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (চালক) তা জানাতে পারেননি। তাই মূসক পরিশোধ ব্যতীত পন্য খালাসের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গাড়ির চালককে মূসক-৫ প্রদান করে এনজেড ফ্রেবিক্স লিমিটেড, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর পণ্য (১০০% কটন

...ড ফেব্রিক্স-৪৭ রোল এবং ৯৮% কটন,২% স্পিনডি টুইল ফেব্রিক্স-১৩ রোল)সহ গাড়িটি ডিসি বাইপাস নামক প্রতিষ্ঠানে জিম্মায় রাখা হয়। কোন প্রকার মূসক-১১ চালান ব্যতীত ৩,৭৮,৮৫০/- টাকা মূল্যের ১০০% কটন প্রিন্টেড ফেব্রিক্স-৪৭ রোল এবং ৯৮% কটন,২% স্পিনডি টুইল ফেব্রিক্স-১৩ রোল সরবরাহ করে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান **৫৬,৮২৮/-** (ছাপ্পান্ন হাজার আটশত আটাইশ) টাকা সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে।

০২। মামলা প্রতিবেদন পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, কোন প্রকার মূসক-১১ চালান ব্যতীত ও **৫৬,৮২৮/-** (ছাপ্পান্ন হাজার আটশত আটাইশ) টাকা মূসক পরিশোধ ব্যতিত পণ্য পরিবহন করায় মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা- ৩২ এবং একই আইনের অধীন প্রনীত বিধিমালার বিধি- ১৬ লংঘিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এহেন কার্যকলাপ মুল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধার-৩৭(২) মোতাবেক দন্ডনীয় অপরাধ বিধায় ন্যায় নির্ণয়ের জন্য এই আটক মামলা দায়েরপূর্বক ন্যায় নির্ণয়নের জন্য এ দপ্তরে প্রেরণ করেন।

০৩। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অপরাধ স্বীকার করে সংক্ষিপ্ত বিচারাদেশ জারির মাধ্যমে পণ্যসহ যানবাহন ছাড় দেয়ার জন্য আবেদন দাখিল করেন। তাঁরা আবেদনে উল্লেখ করেন যে, এ ধরণের কোন ভুল ভবিষ্যতে করবেন না এবং এবং উক্ত ভুলের জন্য তাঁরা অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী। এছাড়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বিচারাদেশ অনুয়ায়ী অর্থ পরিশোধ করবেন।

পর্যালোচনা

আটক প্রতিবেদন এবং মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হলো এবং সংক্ষিপ্ত বিচারের আবেদন গ্রহণ করা হলো। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ গাড়ীতে যে পণ্য সরবরাহ হচ্ছে তার মূসক পরিশোধ সংক্রান্ত দলিলাদি অর্থাৎ মূসক-১১ চালান প্রদর্শনে/ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে বিধায় সমুদয় পণ্য রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সংক্ষিপ্ত বিচারের আবেদনে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থণা করেছেন। মূসক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পণ্য আটক করা না হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত মূসক ফাঁকি দেয়া হতো বিধায় অপরাধ প্রমাণিত।

আদেশ

মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ধারা ৩২ এবং একই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধি ১৬ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লংঘন করা হয়েছে বিধায় মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৮ ও ধারা ৩৯ মোতাবেক আটককৃত পণ্য ও আটককৃত যানবাহন রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং পণ্যের মালিকের উপর ধারা ৩৭(২) এর বিধান অনুযায়ী ৫৬,৮২৮/- (ছাপ্পান্ন হাজার আটশত আটাইশ) টাকা টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হলো। তবে সংক্ষিপ্ত বিচারের আবেদনে ভুল স্বীকার করায় একই আইনের ধারা ৪১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আটককৃত পণ্য ও যানবাহন বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে ২৮,৪১৪/- (আটাইশ হাজার চারশত চৌদ্দ) টাকা বিমোচন জরিমানা আরোপ করা হলো। ফাঁকিপ্রদত্ত অবশিষ্ট মূসক বাবদ ৫৬,৮২৮/- (ছাপ্পান্ন হাজার আটশত আটাইশ) টাকা, অর্থদন্ড বাবদ ৫৬,৮২৮/-(ছাপ্পান্ন হাজার আটশত আটাইশ) টাকা এবং বিমোচন জরিমানা বাবদ ২৮,৪১৪/- (আটাইশ হাজার চারশত চৌদ্দ) টাকাসহ সমেত সর্বমোট ১,৪২,৪৭০/- (এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সত্তর) টাকা সরকারি কোষাগারে যথাযথ খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদানের প্রমাণপত্র দাখিল করে আটককৃত পণ্য ও যানবাহন খালাস নেয়ার সুযোগ দেয়া হলো।

মির্জা রাফেজা সুলতানা
সহকারী কমিশনার
ফোনঃ ০২-৮৯৬৩১২০
ফ্যাক্সঃ ০২-৫৮৯৫৩৪৩৩
ই-মেইলঃ **commdkn@nbr.gov.bd**

নথি নং-ঢাকা উত্তর/আঃ ও বিঃ/৮(১০২)/আটক/এনজেড/২০১৫/৬৯৪(৬) তারিখ ঃ ০৭/১১/২০১৫

অনুলিপি; সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা।

অনুলিপি; অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য ঃ

০১। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, এনজেড ফেব্রিক্স লিমিটেড, ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ । তাকে বিচারাদেশে বর্ণিত ফাঁকিপ্রদত্ত অবশিষ্ট মূসক বাবদ **৫৬,৮২৮/-** (ছাপ্পান্ন হাজার আটশত আটাইশ) টাকা, অর্থদন্ড বাবদ **৫৬,৮২৮/-** (ছাপ্পান্ন হাজার আটশত আটাইশ) টাকা এবং বিমোচন জরিমানা বাবদ ২৮,৪১৪/- (আটাইশ হাজার চারশত চৌদ্দ) টাকাসহ সমেত সর্বমোট **১,৪২,৪৭০/- (এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সত্তর)** টাকা সরকারি কোষাগারে যথাযথ খাতে ট্রেজারী চালানের মূলকপি সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে জমা প্রদান সাপেক্ষে এবং সত্যায়িত চালানের অনুলিপি এ দপ্তরে জমা প্রদানের প্রমাণপত্র দাখিল করে আটককৃত পণ্য ও যানবাহন খালাস নেয়ার সুযোগ দেয়া হলো।

০২। বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, রূপগঞ্জ বিভাগ।

০৩-০৪। রাজস্ব কর্মকর্তা (প্রিঃ)/ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (প্রিঃ), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা উত্তর কমিশনারেট, সদর দপ্তর, ঢাকা। তাকে বিচারাদেশে বর্ণিত মূসক, অর্থদন্ড ও বিমোচন জরিমানা পরিশোধের সত্যায়িত ট্রেজারী চালানের প্রমাণপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে পণ্যসহ যানবাহন ছাড় দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হলো।

০৫। রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস্‌, এক্সাইজ ও ভ্যাট, মোড়াপাড়া সার্কেল ।

০৬। পি.এ টু কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা উত্তর কমিশনারেট (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

মির্জা রাফেজা সুলতানা
সহকারী কমিশনার